"হে ঈমানদারগণ! কোন জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়েছে সে তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোন মহিলাও যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কারণ হতে পারে উপহাসকৃতা উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের নিজেদের বড় মনে করো না এবং অপরের উপাধি নিয়ে উপহাস করো না। ঈমান গ্রহণের পর পাপাচারমূলক নামে ডাকা কতই না মন্দ কাজ। আর যারা এসব থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তারাই অত্যাচারী।"

পার্থে যিনি আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, এ একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করি কি-না? আর আসল সন্ত্রাসী কে? আমার উত্তরটা পরের দিন খবরের কাগজের হেডিং-এ এসেছিল। আমি চিন্তা করছি সে একই উত্তরটা দেব কি-না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বিবিসি আর সিএনএন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনোভাবেই তাকে সন্ত্রাসী বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভাল। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল কায়েদার একজন সন্ত্রাসী পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষেও বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না সেহেতু প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশকে আক্রমণ করল।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই কয়েকশ মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেট দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে আমেরিকান সাংবাদিক, ঐতিহাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করে নি। একটু চিন্তা করেন, একজন মানুষ কোত্থেকে এত প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, এফবিআই এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছিনা যে, তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করেছে। এখন আপনি যদি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারব। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সিএনএন আর বিবিসি থেকে যতটুকু জানি, তা হলো এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোড়ায়। আমেরিকানরাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে

তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য, আরো কত কি। আমি বলছিনা যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। খবরের হেড লাইন ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা যায় না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আরো বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে সেটা কাউকে বলার আগে তা সত্য কিনা যাচাই করতে হবে। শুধুমাত্র মিথ্যা খবরের কারণেই ভুল বুঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হল সাদ্দাম হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাহলে বলা যায়, এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ঐ পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের কিছু হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হল অথচ সেই জায়গায় তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি, তাহলে তাকে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। কেন? কি কারণে আল্লাহ কিছু মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। ভাই, এর কারণটা পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

"তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।"

এখন এ প্রশ্নে আসি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়, কেউ গরীব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ত্রুটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তারা বলেন, এটি হল "সংস্কার" জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদসহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা। 'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কোরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হচ্ছে। তবে সেটা বেদের মত না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোন চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হল 'কর্ম' যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলো কোন অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও এ কথা বেদের কোন অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ পরবর্তী জীবন। খ্রীস্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর যদি কোন মানুষ ভাল করে থাকে, পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হল মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবেন। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোন প্রাণী। আমি একটি প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। আর এখনকার দিনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নেই, খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরীব আবার কারো জন্মগত ত্রুটি থাকে। এর উত্তর দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা মূলকের

২নং আয়াতে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ ـ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।"

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আপনার বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক এক জনকে এক একভাবে বিচার করেন। বাস্তবে প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায় তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতি বছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ দেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামিক শরীয়া বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত। গরীব লোককে কোন যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন–

"ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।"

আর মহানবী মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন– "ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।"

যদি ভাল করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ পঙ্গু করে বানায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কি? সে কি অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, "তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হল তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। হয়তো আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাচ্ছেন, এখনো কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর? আর পরীক্ষা

যত কঠিন, পুরস্কারও ততো বড়। যেমন দরুন, যখনই আপনি এমবিবিএস পাশ করবেন, আপনার নামের আগে ডাক্তার লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাশ করবেন, আপনি একজন ডাক্তার। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এ না যে, সে আগের জন্মে কোন অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা তার নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনো স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি-না। আর এজন্য আল্লাহ কিছু মানুষকে গরীব ঘরে পাঠান আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করেন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিঃ আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিঃ আগে থেকে। যদি আল্লাহ কোন মানুষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ভাষায় ও আলাদা আলাদা পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন (তিন) ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যে বইগুলো লেখা হয়েছে, তা নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই বিশ্বাস করে যে, আমাদের ধর্ম ভুল, আমাদের কোরআন ভুল, আমাদের নবীরা ভুল। আর এটি যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অনেক খ্রীস্টান আছে যারা বাইবেল বিশ্বাস করে। বাইবেল যে নবীদের কথা বলছে, কোরআনও তাদের কথা বলছে। যীশুখ্রীস্ট, মূসা (আ) আমাদেরও নবী। তাহলে সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয় কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা ভাল। যখন কোরআন আর বাইবেলে এত মিল, তখন মুসলমানদের এত অপদস্থ করা হয় কেন? আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এ 'মৌলবাদী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল খ্রীস্টানকে বুঝাতে। প্রায় একশ বছর আগে, চার্চের বিরোধিতা করে একদল খ্রীস্টানকে বুঝাতে

এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রীস্টানদের বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন দাবার ছক পাল্টে গেছে। তারা টেবিলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মুসলমানদের মৌলবাদী বলে। ব্যাপারটা এরকম কেন? আমাদের সাদৃশ্যের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। বোন আমি সেখানে ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলেছি। সাদৃশ্য আছে কোরআন ও বাইবেলেও। তাহলে আসুন, আমরা সবাই অন্ততঃ পক্ষে সাদৃশ্যগুলো মেনে চলি। পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে ওরা কেন এমনটা করছে? কারণটা সহজ। আমি আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ঐ লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে, তাতে করে ওরা এখন যা করছে সে কাজগুলো তাদেরকে বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন (মহিলা) ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম ওয়াসেপ জাগরা। আমি একজন আইনের ছাত্রী। প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সন্ত্রাস ও ইসলামের ওপর এ তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে সেগুলো সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আপনিই বলেছেন যে, ইসলাম নির্দেশ দেয় যে নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে। আপনি এদের সম্পর্কে কি বলবেন? আপনাকে ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ার কারণ কি? ইসলাম যখন বলে নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না; তখন অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণে নারী ও শিশু হত্যার কারণটা কি? এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। কোন কট্টর সন্ত্রাসীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। তবে আমি কারণটা যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। প্রথমত কিছু মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। তারা হয়তো কোরআনের নির্দেশ মানছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের মধ্যে মানব ইতিহাসে এক নম্বর সন্ত্রাসী হল হিটলার। সে ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিল। এজন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করতে পারি? হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল বলে খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করা যাবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর হত্যাকাণ্ডগুলো দেখেন, তাহলে আমার মনে হয় না সব

মিলিয়ে ষাট লক্ষ হবে। একজন মানুষ একাই ষাট লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। আবার দেখেন, মুসোলিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তার অর্থ-এ নয় যে, আমি খ্রীস্টান ধর্মকে দায়ী করব। যারা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে তারা নিজেদের মুসলমান বলতে পারে আর এটা ভুলও হতে পারে।

দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে যে, ঐ লোকগুলোকে অপদস্থ করা হয়েছে। লোকগুলো হয়রানির শিকার হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনো ইন্ডিয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন ভাই জাকির, কেন একশো বছর আগে অনেক ইন্ডিয়ান তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত? কারণটা সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া শাসন করত-এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত।

আজকে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসে নি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবেলা করেছে। যেমন দরুন, বাইবেলের সেই ঘটনাটা যেটা ডেভিড আর গোলাইয়াথ (দাউদ আর জালুত) মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।

তাই দোষটা কাদের দেয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোন সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধুমাত্র এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কি? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল– "আহলান ওয়া সাহলান।"

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোন অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসী'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসী? শুধুমাত্র মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি-না সন্ত্রাসী।

কাকে দোষ দেব? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোন মনোবিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে? সে ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে।

আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসী। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এ ব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ আর তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন সে বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হল অত্যাচারিত হলে তার শোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সকল মানুষ এক জাতি হিসেবে একসাথে বসবাস করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম রবি ঠাকুর। আমি একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সবসময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করবেন না। কারণ, ইন্ডিয়াতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দুই হাজার মুসলমান ভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে যাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। শুধু ইন্ডিয়াতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আখকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি মিঃ জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রশ্নটা হল– আপনি বলেছেন যে, শুধুমাত্র একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। দরুন, আমি কোন আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ– কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়ায় চলে আসলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখালো ইন্ডিয়ার সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছ তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলো সবাই একমত। এখন ধরুন সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে দেয়া হচ্ছে না। তখন সেই দেশটা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে। তারা সন্ত্রাসীদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যদি এ হয় দেশটার অবস্থা তাহলে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ইন্ডিয়ান, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরে আসলেন। আর সেই আরব দেশটি ইন্ডিয়াকে এ ব্যাপারে প্রমাণ দেখালো। কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু না। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন– আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারে নি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি

ব্লেয়ারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশাররফকে। মোশাররফ বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। তারা প্রমাণ দেখাতে পারে নি আফগানিস্তান সরকারকে। তারা প্রমাণ দেখায় টনি ব্লেয়ারকে। এটা অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনও ওসামা বিন লাদেন হলো প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রমাণ দিত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে দিয়ে দিত। আপনি কোন আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ইন্ডিয়ান সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা আছে। যদি দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ইন্ডিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা আছে।

যদি কোন অপরাধী কোনো অপরাধ করে ইংল্যান্ডে যায়, তারা ঐ অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হলো নাদিম। আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ইন্ডিয়ার সরকার বলল যে, গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ইন্ডিয়ার সরকার প্রমাণ দিল ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে, ইংল্যান্ডের আদালতে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বলল যে, আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর ইন্ডিয়ার সরকার নাদিমের উকিলের খরচ দিতে বাধ্য হল। ইন্ডিয়ার সরকার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তারা একমত হয় নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ইন্ডিয়া কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নি? ইন্ডিয়া সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোন প্রমাণ দেয় নি। তাই যদি এখনও আপনি সৌদি আরব বা কোন আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এ ব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে আপনি আসলেই একজন অপরাধী এবং এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি

ইন্ডিয়ানদের বোমা মেরে মেরে ফেলতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনিই অপরাধী হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদের বোমা মারতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। একই ঘটনা দেখেন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আখকসাধমে। আমি বলবো আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন ঐ দুই সন্ত্রাসী ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলাম ধর্মে আপনি মন্দির ধ্বংস করতে পারেন না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোন উপাসনালয়ে বা গীর্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে সেটা কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধ করা হবে। তাই আমরা এর নিন্দা জানাব। যে দুজন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের কাছে একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরীফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাস' আরবী শব্দ। যার অর্থ হতে পারে প্রতিশোধ। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও তাদের ঐ ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল ভুল। যদি তারা জানত যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে যেয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু তাই বলে চুয়াল্লিশ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায় না। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

"এ জন্যই আমি বনী ঈসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন লোককে হত্যা করল অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিতে হত্যা করল।"

শুধুমাত্র যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোন অন্যায় করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়ে নিন্দা করে। ইসলামে বলা

হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম, একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোন ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কিভাবে আমি মনস্থির করব বা কিভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখব? আমার সাথীদের সাথে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনী আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তিনি জানেন না কোনটা তার জন্য ঠিক। কার সাথে তিনি একমত হবেন এবং কার সাথে হবেন না। তার এখন কি করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি-না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সবকিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না ঠিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কারণেই কাউকে বানানো হচ্ছে কোরবানীর গরু। আর এটাই কারণ যে, তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলব। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে থাকে, যদি কেউ তাদের হত্যা করে থাকে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবেলা করে তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে তারা পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন বা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আমি বলব, আমি পুরো ঘটনা জানি না। তাই আমি ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নেই নি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাতকার নিতে হবে। তাই আমি বলি আল্লাহই ভাল

জানেন। আল্লাহ আমাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী কি-না। আমি বলব সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লঙ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি করে আমি পরীক্ষায় পাশ করব না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ কোরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাতকার নেয় ইত্যাদি। এগুলো আমরা খবরের কাগজেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসী ছিল কি-না? আমরা বলতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি একজন লোকের বিরুদ্ধে বা কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাকে যে, সে যেটা করেছে তা কোরআনের বিপক্ষে। তাহলে আমরা তাকে নিন্দা করব। কিন্তু যদি কোন প্রমাণ না থাকে বা আংশিক প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কোরআন এটাই বলে। আর এ ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হবে না, বোন। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে সেটাই হবে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি।

বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোরআন পড়া। আপনি কোরআনে কোন খুঁত বা পরস্পর বিরোধী কিছু পাবেন না। যদি কেউ আরবী ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে কোরআনের অনুবাদ পড়তে হবে। তাই বোন, আপনি যদি কোরআনের নির্দেশগুলো পড়েন যে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার বিশ্বাস মজবুত হবে। আর বিশ্বাস করেন, কুরআনের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে আপনি মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি থাকে তাহলে বুঝবেন, কেন এ নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এ টুপি পরে আবার আমার দাঁড়িও আছে। আমি অনেক পশ্চিমা দেশে গিয়েছি কখনো কোন সমস্যায় পড়ি নি। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন সমস্যা হয় নি। সত্যি বলতে মনে ভয় পাব কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আব্দুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয় নি। আমি প্রমাণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই.এন.আই.এস. ডটকম বা আই.এন.আই.এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুইটা ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিল সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন, একজন বোকাও দু'চোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবে যে, এ দু'জন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকরি করি এইচ.এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কি করব আর কি করব না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবত গীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা আছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে, "ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আব্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রনায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনার সম্বাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।"

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে, "পরিত্রনায় সাধুনাম বিনাশয় চতুষ্কতা।" আমি আপনি সত্য অথবা ভালকে রক্ষা করতে চান, তাহলে খারাপকে দূর করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হল– "ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।" এর অর্থ হল– ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আসি। এটা হল আমাদের হিন্দু ভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলব। আমাদের এ যে বিশ্বাসগুলো আছে এগুলো ঠিক না ভুল? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং ভলান্টিয়ারদের যাতে অমুসলিমদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। যাতে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভাঙ্গাতে পারি। আর তারপর মুসলমানদের কাছে আসব। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইব অমুসলিমরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেকদিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটাতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে।

তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটাও আমেরিকার কোন শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই আমি এ প্রমাণটাও বিশ্বাস করি না। তাই আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এ সব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দি।

আমি একজন মিডিয়ার লোক তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। মিডিয়াতে কোন কিছু বদলে দেয়া খুবই সহজ। আপনি যে কথা মোটেও বলেন নি আমি সেটাই দেখাতে পারি। এটা খুবই সোজা। মিডিয়ার কথা বাদ দেই। আবারও বলছি, আমি জানিনা এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোন প্রমাণ নেই। আপনার প্রশ্নটাতে আসি। ভাই যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ভগ্বদতগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, "যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরাজকতা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে আসেন।"

প্রশ্ন ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্নটা হল ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কেন সবসময় ইন্ডিয়ান সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে, ভাই আমি কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়া যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ইন্ডিয়ার সমস্ত মুসলমান এর বিরোধিতা করলেও আমি ডা. জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তব সম্মত সেটাই প্রয়োগ করেন। আমি এখানে বলব যে ইন্ডিয়াতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন আইনটা সেরা। যেমন, একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আমি উত্তর দিয়েছিলাম। মানুষ সেটার প্রশংসাও

করেছিল। আপনি এ উত্তরের সাথে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এর জন্য কোন সমাধান নেই। কোন ধর্মই এর সমাধান দেয় নি। যদিও কোন ধর্মই বলে না যে মাত্র একটাই বিয়ে করেন। শুধু ইসলাম ছাড়া।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, যে শাস্তিটা সর্বোচ্চ তার ফলাফলও সবচেয়ে ভাল। যেমন, ইসলাম বলে মহিলাদের হিজাব পরা উচিত। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি নীচু করবে। আর তারপরেও যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করে, সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হল মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম যে, এফবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রত্যেক দিনে ১৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে গত দুই ঘণ্টা ধরে আছি। এ সময়ের মধ্যে ২০০ এরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নীচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন করছি যে তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হল বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, বিবিসিতে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল– নাইজেরিয়া সম্পর্কে যারা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছিল। আর তখনি ধর্ষণের ঘটনা সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত। আমি এলকে আদভানিকে অভিনন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯ সালে অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি

ইসলামের কাছাকাছি এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন, যে সব মহিলাদের হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামী। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মুসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারী করেন সেটা সঠিক ছিল?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদী সম্পর্কে ইমাম খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কি-না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেনি ফতোয়া জারী করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদীর "স্যাটানিক ভার্সেস" নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হল ইন্ডিয়া। আমি রাজিব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করলেন এক বছর পরে? কারণ, তাকে নিয়ে কোন খবর তৈরি হচ্ছিল না। এসবই রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা। আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা কিন্তু রাজিব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না। আমি আগেও স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ইন্ডিয়াতে নিষিদ্ধ, আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদী বলেছে যে, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয়নি। তার বইতে সে রাণী এলিজাবেথকে ছোট করেছে (গালাগালি দিয়েছে)। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক আমেরিকান লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি (চার অক্ষরের একটি শব্দের জন্য) ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। আর এ সালমান রুশদী শব্দটাকে আরো ভয়াবহ করল। সে তার সাথে আইএনজি যোগ করল। তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয় হল। তাহলে একজন আমেরিকান লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেয়ার জন্য। অন্য আরেকজন লোক সেটাকে আরো ভয়াবহ করলো। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কার পেল? কারণ সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা খুব খুশি। আর আপনি কি

জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও। আপনারা জানেন এদেরকে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান শ্রদ্ধা করে। সে তাদেরকেও ছোট করেছে (অপমান করেছে)। আমি শব্দটা আর বলতে চাই না। সে তাদেরকেও ছোট করেছে, তাদেরকেও ছাড়ে নি। আর অনেক লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজিব গান্ধী বইটি পড়ে বুঝতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেয়া হয় নি। সে সবসময় নিন্দা করে। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ-

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে– তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা সমূহকে কর্তন করা হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।"

আর এ আইন শুধু কোরআনে নয় বাইবেলেও আছে। আপনি যদি 'বুক অবলেভিটিকাস' পড়েন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, "কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর।" এমনকি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্ম গ্রন্থেই আছে। বেশির ভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রীস্টান ধর্ম, হতে পারে ইসলাম ধর্মে, হতে পারে ইহুদী ধর্মে— জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইসলামী আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলিম রাজনীতিবিদ অথবা কোন অমুসলিম রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপোষ করছে। আমি দুঃখিত আমি কোন রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না, আঘাত করতে চাই না। সবাই না হলেও

আমি বলব বেশির ভাগ রাজনীতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দু'টো আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের বোঝা উচিত, খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজিব গান্ধী বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিই প্রথম বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি জানিনা এ নিষেধাজ্ঞা ওঠে গেছে কি-না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলাম ধর্মে হত্যা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চারটা পথ রয়েছে। খ্রীস্টান ধর্মে একটাই পথ। ইসলাম ধর্মে চারটা পথ আছে। যে কোন একটা বেছে নেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) শেখানো যায়, নিধেনপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা বা উপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে যে মানুষগুলোর ওপর ইসলাম ধর্মে এ দায়িত্বগুলো রয়েছে। [আমি আসলে শব্দগুলোর (নামগুলোর) সাথে পরিচিত না। যেমন হিন্দু ধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ/শিক্ষা দেন অন্য মুসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় কি-না। বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, যে কোন মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-আসরের ১ থেকে ৩ আয়াতে বলা হয়েছে– "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।"

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হল জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। শুধু সহনশীল হলেই

চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে আনতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সহনশীলতা বলতে আপনি কি বুঝেন? কেউ যদি আপনার সাথে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভাল। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আর ইসলাম ধর্মে জালিম সেই লোক যার কাজ হল যুলুম করা। অর্থাৎ, আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সেই যালিম। যুলুম দুই প্রকারের রয়েছে। একজন ক্ষতি করে অন্য মানুষের আর আরেকজন ক্ষতি করে নিজের। এ দু'প্রকারের লোককেই যালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যেটা সহীহ মুসলিম হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ থাকে তাহলে সেটা হাত দিয়ে বন্ধ কর। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পার তাহলে তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ কর। তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা কর। আর যদি তুমি এটা কর তাহলে তুমি একেবারে নীচের স্তরের বিশ্বাসী।"

তাই আমাদের কি করতে হবে? আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ ۔

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

তবে সবর এরও একটা সীমা আছে। সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ঐ মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করেন, সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করব। যদি না পারি তাহলে বলব আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বাইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে একজন মাতাল ধর্ষণ করেছে। সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারত। মাতালটা একটা পাঁড় মারল আর তারা কিছুই করল না। মানবতার আজ হয়েছেটা কি? মানুষ আজ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সমর্থ লোক একজন মাতালকে ঠেকাতে পারল না যে একটা

মেয়েকে ধর্ষণ করছে, একটা চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলবেন? আমি বলব, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসী হতো, সন্ত্রাসী মানে যারা অসামাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ঐ মাতালটা একাজ করার সাহস পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করব যাতে মানুষ আরো সহনশীল হয়, একই সাথে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অসামাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসাথে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলো অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ হ্যালো, আমার নাম দীপক। আমি একজন চার্টার্ড একাউনট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হল তালিবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য একটা ফতোয়া জারী করেছিল। বলা হয়েছিল সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কিনা। এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি সেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা বেশ গরম খবর। তালেবানরা সেই সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিল। ভাই, আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না ইত্যাদি। এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলিম জিজ্ঞাসা করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কাজটা ঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে কি-না। আর তাই তখন আমি বলেছিলাম ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে কি-না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুল সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে।

আমি বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ের ওপরে একজন ছাত্র।

আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। আমি 'ধাম্মাপাট' ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কোথাও নেই যে, যেখানে বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি কর। বুদ্ধ কখনোই বলেন নি যে, বৌদ্ধরা মূর্তি পূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন

ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে তারা বুদ্ধের মূর্তি বানাবে।

এবার প্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে একজন সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টান ধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ডটেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অভ ডিউটারোনোমিতে ৫নং অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ অনুচ্ছেদ। এছাড়াও বুক অভ এক্সোডাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে–

"আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোন প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোন রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নীচের সমুদ্র থেকে। তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।"

তাই খ্রীস্টান ধর্মানুসারেও ইহুদী ধর্ম মতেও মূর্তি তৈরী করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। তো আমি যখন উত্তরে বললাম, যে তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই তালেবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের কষ্ট দেয় নি? আমি বলেছিলাম– হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যে, যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা এগুলো পাচার করার সময় ইন্ডিয়ার সরকার ধরে ফেলে তাহলে কি করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ইন্ডিয়ার সরকার ঐ ড্রাগস পুঁড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর। তাহলে আপনি কি ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ, ইন্ডিয়া সরকার মনে করে যে, ড্রাগস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা ঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে যেয়ে ইন্ডিয়ার সরকারকে বলতে পারেন না যে, আপনারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলো তাদের সম্পত্তি। এগুলো পছন্দ হলে তারা রাখবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোন দেশে গিয়ে এটা করত, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ইন্ডিয়ার সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানাল। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা দেয়াল তুলে দেয়া হল। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেললো। এ একই লোকগুলো মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল আবার এ লোকগুলোই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলো রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল? আপনি কি জানেন যে, এ ইন্ডিয়াতে জৈন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি? তাই যখন মুম্বাই সরকার সেই মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন কেউ আপত্তি তোলে নি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে।'তখন আপত্তি জানাচ্ছেন। এ দু'মুখো নীতি কেন?

দু'মুখো নীতি নয়— আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত। একেকবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভাল না। আমি যেটা মনে করি এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন একজন অমুসলিম একটা বাড়ি কিনল। ধরুন সেই ঘরের মধ্যে একটা কাবা শরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলিম কাবা শরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেলে কে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোন মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষে থাকে আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন দেব। কারণ, মহানবী ﷺ এর মূর্তি তৈরি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ জনাব ডা. জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান/ছোট করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা যে কারণে করছি সেটা হল যখন একজন মুসলমান ইন্ডিয়ান চিত্রশিল্পী হিন্দু দেবী স্বরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন। তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এ বলে যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদী ইসলাম সম্পর্কে বই লিখল, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ইন্ডিয়ানই সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকলো তখন ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলো বলেছিল যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কি বলে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এম. এফ. হুসেন। এম. এফ. হুসেন মুম্বাইয়ে থাকেন। আমিও একই শহর থেকে

এসেছি। তিনি দেবী স্বরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাকে সমর্থন করেছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হল, কোন মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে সেটা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখেন পশ্চিমা কালচারে কি হচ্ছে? তারা আমাদের মা-বোনদের বিক্রি করছে। একটা বিখ্যাত বিএমডব্লিউ-র অ্যাডের কথা শুনেছিলাম। বিএমডব্লিউ গাড়ির নাম শুনেছেন? এটা অনেকটা বড়লোকদের ও ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মত। খুব দামী একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি শুনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, "তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু কর এখনই।" কাকে? গাড়ি না মেয়েটা। মেয়েটার ঐ গাড়ির সামনে কি প্রয়োজন? এসব কিছুই ঐ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের অপমান করা। এম. এফ. হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব উপাস্যদের ডাকা হয় তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে আল্লাহকে গালি দেয়া হবে।"

কোরআন বলছে, "নিন্দা করো না ঐ দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহর ছাড়া বরঞ্চ তারাই না জেনে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'য়ালার নিন্দা করে।" তাই ইসলাম ধর্মে কোন ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যদিও আপনি তাকে না মানেন– সেটা নিষিদ্ধ। আর ঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনামের ১০৮ নং আয়াতে। এম. এফ. হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

প্রশ্ন ঃ কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, যখনি সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানগণ অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মিডিয়া থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রায়শই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমেরিকান সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে, এটি "মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র।" পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সেনা সদস্য।

চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১. শাব্দিক অর্থে মৌলবাদী ঃ

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধারণকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ করে, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার চেষ্টা করে। একজন ব্যক্তি ডাক্তার হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি গণিত শাস্ত্রে ভাল হতে চাইলে তার উচিত গণিত শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তার চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি ভাল বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার অনুশীলন করা। কেবল তখনি সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে পারবে।

২. সব মৌলবাদী এক নয় ঃ

একজন ব্যক্তি একই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আকতে পারে না, তেমনভাবে একজন ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, হয় তা ভাল ক্ষেত্রে হোক বা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে যে পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ এবং সে সমাজে কারো কাম্য নয়। অন্যদিকে, একজন ডাক্তার মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানীত।

৩. মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে আমি গর্বিত ঃ

আল্লাহর দয়ায় আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভাল জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একজন সত্যিকারের মুসলমান মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন ১টি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধি-বিধান সমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভূল মনে করে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

যদি কোন ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধি বিধানগুলিকে পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

৪. আভিধানিক অর্থে মৌলবাদী ঃ

Webster ডিকশনারীর মতে মৌলবাদ ছিল আমেরিকান প্রোটেষ্টাইন খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দির প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপযুগী করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। এ সংস্কার ঐ সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসকে মারাত্মক আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করত বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভূল এবং স্রষ্টার পক্ষ হতে আগত এবং যুগোপযুগী। সুতরাং "মৌলবাদী" শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিষ্টানদের বেলায় যারা বিশ্বাস করত যে, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী যাতে কোন ধরনের ভূল নেই।

Oxford ডিকশনারীর মতে 'মৌলবাদ' হল– প্রাচীন কোন মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আজ এমন এক সময় যখন মৌলবাদী বলতে বুঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা হয় সে একজন সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হতে হবে ঃ

প্রত্যেক মুসলমানকেই একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনি একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনি সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী স্বরূপ। একই রকমভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী স্বরূপ হতে হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন, চোর ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন মুসলিমকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসী শব্দটি সাধারণত ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী করে। তবে একজন সত্যিকারে মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসীর ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া উচিত।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যারা স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলন করেছে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাদেরকে সে একই কাজের জন্য 'দেশ প্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ' অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশ প্রেম'।

ঐ সকল লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বলল এটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে

ভারতবর্ষ শাসন করার কোন অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে মুক্তিযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে বরণ করেছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানী হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ঐ ঘটনার পিছনে কি অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। তবেই কেবল সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব।

৭. ইসলাম মানে শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরো সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলিমকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী হতে হবে কেবলমাত্র সমাজের আগাছাদের জন্য শুধুমাত্র সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামকে কেন শান্তির ধর্ম বলা হয় যেখানে এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে তরবারীর মাধ্যমে?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক অমুসলিমের কাছে এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিম্নের বিষয়গুলি এ ধারণা স্বচ্ছ করবে বলে আশা রাখি।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হল 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

২. মাঝে মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে শক্তি ব্যবহার করতে হয় ঃ

এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাজ কর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের নিভৃত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজ বিরোধী ও অপরাধীর শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সাথে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে যে, এ শান্তি-শৃঙ্খলার বিনষ্ট করবে তাকে নিভৃত করতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য, ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থিদের বিরুদ্ধে কখনো তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেবী ঃ

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি তার বিখ্যাত বইতে (Islam At the Cross Road) পৃষ্ঠা ৮ এ। তিনি বলেছেন "মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।" এটি একটি বাস্তবতাবিবর্জিত উদ্ভট পৌরানিক গল্প যা ঐতিহাসিকগণ বার বার উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসলমানগণ ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছেন ঃ

মুসলমানগণ প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছেন। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করে নাই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিষ্টান ক্রুসেডররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

৫. আরব বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান ঃ

মুসলমানগণ প্রায় ১৪শত বছর যাবত আরব বিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন

করছে। কিন্তু এখনও সেখানে প্রায় ১৪/১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম পালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করত তবে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত?

৬. ভারতের শতকরা ৮০% এর বেশি ভারতীয় অমুসলিম ঃ

মুসলমানগণ প্রায় ১০০০ বছর যাবত ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ভারতের ৮০% এর বেশি মানুষ অমুসলিম। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। এখন প্রশ্ন জাগে কবে, কোন সৈন্য ঐ দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামের বিস্তৃত ঘটিয়েছে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল ঃ

ইসলাম পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে তবে কোন মুসলিম সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে?

৯. থমাস কার্লাইল ঃ

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তার বই 'হিরো এন্ড হিরো'স ওরমীপ-এ ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভূল ধারণার অবতারণা করেছেন– "এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারী পাবেন। প্রত্যেকটি নতুন ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে। এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে সেই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাস (ধর্মমত) টিই হলো তার তরবারি যা সে ধারণ করে, এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচার কার্য চালাতে পারে।

১০. ধর্ম গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই ঃ

কোন অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকত তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। কারণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

لاَ اِكْرَهُ فِى الدِّيْنِ -

"ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

"আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"

১১. মেধার অস্ত্র ঃ

ইসলাম ধর্ম মেধার অস্ত্র। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - وَجٰدِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক প্রজ্ঞাসহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায়।"

১২. ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ঃ

বিশ্বে বহুল প্রচলিত ইয়ার বুক 'আল মানাক' ১৯৮৪ সালের সংখ্যা পরিসংখ্যান দিয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ এই ৫০ বছরে ধর্ম বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। এ অনুচ্ছেদটি "The Plain Truth" ম্যাগাজিনে ও প্রকাশিত হয়েছিল। এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলাম ধর্মের নাম। যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪৫% এবং খ্রিস্টান ধর্মের ছিল ৪৭%।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ সময়ে মুসলমানেরা এমন কোন যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

১৩. ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে দ্রুত বর্ধনশীল ঃ

বর্তমানে আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হল ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ১ নম্বরে। পাশ্চাত্যে কোন অস্ত্রের জোরে ইসলাম এত বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে?

১৪. ডঃ যোশেফ এডাম পিয়ারসসন ঃ

ডঃ যোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন "ঐ সমস্ত মানুষ যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একদিন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামিক বোমা ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই হয়েছে যেদিন মোহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন।

॥ সমাপ্ত ॥